সাধনা

পাপিয়া চৌধুরী
নবম শ্রেণী

কোন এক গ্রামে রিনি নামে একটি মেয়ে তার বাবার সঙ্গে থাকত। রিনিরা খুব গরীব ছিল। গ্রামের একটি ছোট কুটীরে রিনিরা থাকত। রিনি গ্রামের একটি ছোট পাঠশালায় পড়ত সেখানে শুধু গরীবের ছেলেমেয়েরাই পড়ত। ধীরে ধীরে রিনি বড় হতে লাগল। রিনি গান করার খুব সখ ছিল। কিন্তু পয়সার অভাবে সে তার বাবাকে কিছু বলত না। রিনিদের গ্রামটি দেখতে খুব সুন্দর ছিল। চারিদিকে পাহাড়, পর্বত নদী, গ্রামটিকে আরো সুন্দর করে তুলেছিল। সেই গ্রামের দৃশ্য দেখবার জন্য নানা জায়গা থেকে নানা লোক রিনিদের গ্রামে আসত।

একবার খুব বড় একজন গায়িকা রিনিদের গ্রামে বেড়াতে এল। গ্রামের প্রধান ব্যাক্তি অর্থাৎ জমিদার সেই গায়িকাকে খুব আদর আপ্যায়ন করলেন! তখন সেই জমিদারের ও সকল গ্রামবাসীর অনুরোধে একদিন গায়িকা গ্রামবাসীদের কয়েকটি গানশুন'লেন। রিনি ও তার বাবাও সকল গ্রামবাসীর সঙ্গে সেই গান শুনলেন। গায়িকাদির গান শুনে রিনির গান করার সখ আর ও জেগে উঠল। তখন সে রোজ গায়িকাদির কাজে যেত এবং গায়িকা দি থেকে গান শুনত। তখন

রিনি একদিন গায়িকাদিকে বলল যে ওর খুব গান করার সখ কিন্তু পয়সার অভাবে সে কিছু করতে পারে না। তখন গায়িকা-দি রিনিকে বলল 'তুই সাধনা' করলে খুব বড় একজন গায়িকা হতে পারবি সাধনা কোন দিন পয়সা দিয়ে কেনা যায় না। গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার দিন সেই গায়িকা দি রিনিকে একটি হারমোনিয়াম উপহার দিয়ে গেল। সেই থেকে শুরু হল রিনির গানের সাধনা।

একদিন রিনি ভাবল যে সে শহরে গিয়ে গায়িকাদির সঙ্গে দেখা করবে। তখন রিনি ও তার বাবা একদিন শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। রিনিদের ভাগ্য খুব ভালই ছিল। গায়িকাদিকে খুজে বের করতে তাদের বেশী কষ্ট করতে হলনা। একদিন শহরের রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে রিনিরা সেই গায়িকাদির দেখা পেয়ে গেল। তখন সেই গায়িকা দির কাজে শুরু হল রিনির সাধনার দ্বিতীয় অধ্যায়। ধীরে ধীরে রিনি খুব বড় একজন গায়িকা হয়ে উঠল। তখন সে নিজের গ্রামে একটি গানের স্কুল খুলল। রিনি এত গরীব হওয়া সত্বে সে খুব একজন গায়িকা হয়ে উঠতে পেরেছে। সাধনা করলে মানুষ কত কিছুই না হতে পারে, গরীবহক আর বড় লোকই হক। সাধনা কোন দিন পয়সা দিয়ে কেনা যায় না।